আবদুল্লাহ আল মাসউদ

২৪-এর গণঅভ্যুত্থান

স্মৃতিচারণ ও ইতিহাস

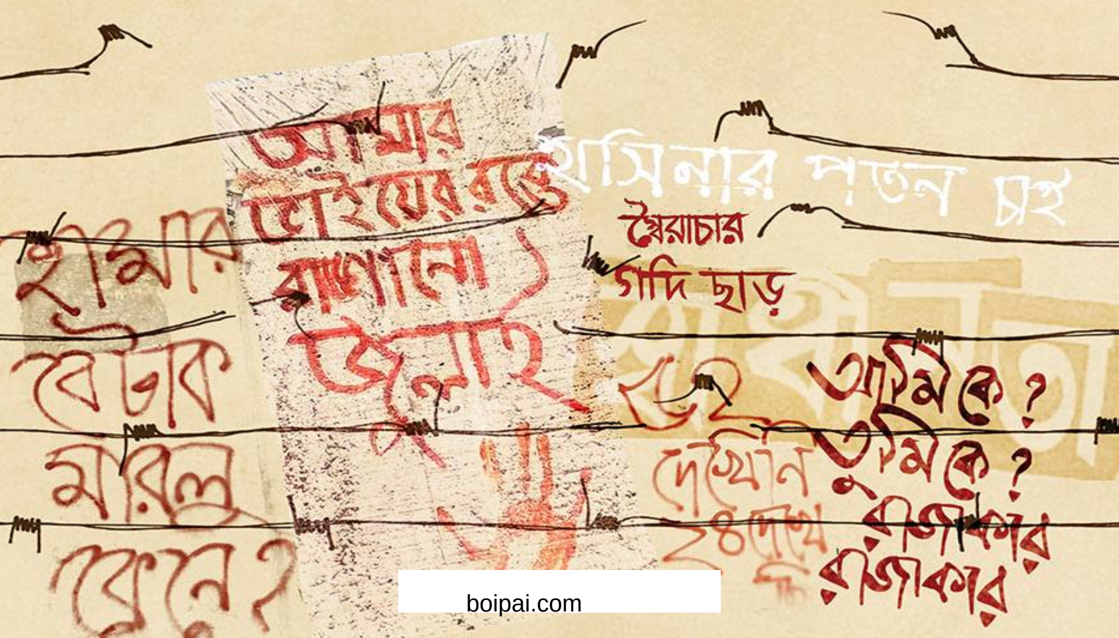

boipai.com

২৪-এর গণঅভ্যুত্থান

স্মৃতিচারণ ও ইতিহাস

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

boipai.com
www.boimate.com

পূর্বালাপ

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্বাধীন বাংলাদেশের নজিরবিহীন ঘটনা। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে স্বৈরাচারের জুলুম-নির্যাতনে যখন জনগণের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম, চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার, কোথাও কোন আশার আলো কেউ দেখছিল না; ঠিক তখনই মুক্তির মশাল হয়ে জ্বলে উঠেছিল কোটা সংস্কার আন্দোলন। পর্যায়ক্রমে যা ব্যাপকতর হয়ে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং বহু রক্ত ও লাশের নজরানার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ লাভ করে তাদের কাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয় স্বাধীনতা।

এই গণঅভ্যুত্থানের সাথে আমি দুইভাবে যুক্ত ছিলাম। প্রথমত ভার্চুয়ালি, দ্বিতীয়ত সরাসরি। গণঅভ্যুত্থানের সাথে আমার ব্যাপকভাবে ভার্চুয়াল সম্পৃক্ততার কথা পরিচিত মানুষজন ভালোই জানে। আন্দোলনের একেবারের শুরু থেকে শেষ দিন, এমনকি তার পরবর্তী সময়েও আমি লেখনীর মাধ্যমে সরব ছিলাম। জেল-জুলুমের আশঙ্কার তোয়াক্কা না করে নিজের মতো করে কণ্ঠকে উঁচু রাখার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। এর বাইরে সরাসরি মাঠেও হাজির ছিলাম। যদিও মাঠের সরব উপস্থিতির বিষয়টি ইচ্ছা করেই তেমন সামনে আনিনি তখন। আমার এই সম্পৃক্ততার স্মৃতিচারণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আন্দোলনের ইতিহাস—এগুলোর সমন্বয়েই রচিত হয়েছে এই বই।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের মানুষের; বিশেষত জেন জি প্রজন্মের অসীম সাহসিকতা ও জুলুম-পীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এক মহা দাস্তানের নাম। জালেম যতই ক্ষমতাশীল হোক, তার পতন যে অনিবার্য—তার দলিল। পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্রশক্তি এবং

boipai.com
www.boimate.com

মোনাফেকির চাদরপরা কথিত সুশীল সমাজ, নতজানু গণমাধ্যম ইত্যাদির শত ভাগ সমর্থন থাকার পরেও যুগের ফেরাউনরা যে এক সময় ধ্বংসের দরিয়ায় ডুবে মরে কিংবা কোনো মতে চোরের মতো পালিয়ে গিয়ে পিঠ বাঁচায়—তার উদাহরণ।

গণঅভ্যুত্থানের প্রতিটি পর্বের ঘটনা ও মানুষের আত্মত্যাগের ইতিহাস সংরক্ষণ অতীব জরুরি। এই জরুরি কাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ হল আমার এই বইটি। এটি নিরেট কোনো ইতিহাসও নয়, আবার শুধু স্মৃতিকথাও নয়; আমি চেষ্টা করেছি উভয়ের মিশেলে রচনাটা দাঁড় করাতে। পাঠক এর ভেতর দিয়ে গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিক চিত্র যেমন পাবেন, তেমনি একজন প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে দেখা ঘটনাবলির বিবরণও পাবেন।

তবে এটা কেবল শুরু। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্যরা যেন আন্দোলনের ইতিহাস রচনার কাজে এগিয়ে আসেন। স্মৃতিকথাগুলো লিপিবদ্ধ করেন কাগজের পাতায়। এগুলোই পরবর্তী সময়ে গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসের মূল উপাদান ও উৎস হবে। নইলে খুব দ্রুতই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাসকে বিকৃত করার কাজ শুরু হবে। গণঅভ্যুত্থানের দু মাস যেতে না যেতেই আমরা এর আঁচ কিছুটা টের পেয়েছি।

বইটিতে কোনো তথ্যবিভ্রাট থাকলে বা সংশোধনযোগ্য কোনো বিষয় নজরে এলে আমাকে জানানোর অনুরোধ থাকল। আমরা পরবর্তীতে তা শুধরে নিতে সচেষ্ট থাকব, ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই প্রচেষ্টাটিকে কবুল করুন। আমিন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
১৭ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
২১ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
Abdullahmasud887@gmail.com

boipai.com
www.boimate.com

এক নজরে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানকে সংক্ষেপে বোঝার জন্য একে আমি ৫টি ধাপে ভাগ করেছি। প্রথম ধাপে এটি শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের প্রারম্ভে পৌঁছয়। দ্বিতীয় ধাপে এটি পূর্ণ তারুণ্যে উদ্ভাসিত হয়। তৃতীয় ধাপে স্তিমিত হয়ে থাকে। চতুর্থ ধাপে এসে আবার বিকশিত হওয়া শুরু করে এবং ধীরে ধীরে যৌবনের দিকে এগিয়ে যায়। পঞ্চম ধাপে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গণভবনের পতনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়। প্রতিটি ধাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

প্রথম ধাপ: ১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই

জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কোটা সংস্কার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবাগসহ আশপাশের এলাকাগুলোতে এবং অন্যান্য আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্প মাত্রার মিছিল-মিটিং ও অবরোধ করার মধ্যেই ক্ষান্ত থাকে। এর মাধ্যমে এই আন্দোলন দানা বেঁধে মোটামুটি একটা পর্যায়ে চলে আসে। ১৪ জুলাই বিকেলে শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের রাজাকারের নাতিপুতি বলে কটাক্ষ করলে ছাত্ররা ফুঁসে ওঠে। তারা নিজেদের রাজাকার বলে শ্লোগান তোলে। এটাকে কেন্দ্র করে পরের দিন ১৫ জুলাই অহিংস এই আন্দোলন সংঘর্ষের দিকে ধাবিত হয়।

দ্বিতীয় ধাপ: ১৬ জুলাই থেকে ২০ জুলাই

১৬ জুলাই থেকে ২০ জুলাই আন্দোলনের অন্যতম হট টাইম। ১৬ জুলাই রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু সাঈদের শহিদ হওয়াকে

boipai.com

কেন্দ্র করে কোটা সংস্কার আন্দোলন পুরো বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই আন্দোলন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্রুত বেগে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজেও ছড়িয়ে পড়ে। সরকার বেগতিক অবস্থা দেখে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ ঘোষণা করলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্দোলনের লাগাম হাতে তুলে নেয়। ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পুরোদমে রাস্তায় নেমে আন্দোলনকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। এ দিন পানি বিতরণ করা অবস্থায় মীর মুগ্ধ পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়। মুগ্ধ ছাড়াও সারা দেশে বিশের অধিক আন্দোলনকারী নিহত হয়। এতগুলো জীবন ঝরে পড়ার কারণে ছাত্র-জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা পরের দিন ১৯ জুলাই শুক্রবার আরও ব্যাপকভাবে আন্দোলনে নামে। সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় এবং পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবিকে লেলিয়ে দিয়ে সর্ব শক্তি দিয়ে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। হেলিকপ্টার থেকে ও বিভিন্ন বাসা-বাড়ির ছাদ থেকে স্নাইপাররা মানুষকে গুলি করে হত্যা করে। এক দিনেই অর্ধশতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। অবস্থার নাজুকতার কারণে সরকার পরের দিন ২০ জুলাই দেশে কারফিউ ঘোষণা করে সেনাবাহিনীকে মাঠে নামায়।

তৃতীয় ধাপ: ২১ জুলাই থেকে ২৫ জুলাই

২১ জুলাই থেকে ২৫ জুলাই আন্দোলনের স্তিমিত সময় বলা যেতে পারে। ইন্টারনেট বন্ধ ও কারফিউ জারির কারণে এই সময়ে সবাই বিচ্ছিন্ন ছিল। তার উপর গণহারে গ্রেফতার অভিযান চলার কারণেও মানুষজন শঙ্কিত ছিল। পরবর্তীতে ইন্টারনেট ফিরে আসায় আস্তে আস্তে আবার আন্দোলন জমে উঠতে শুরু করে।

চতুর্থ ধাপ: ২৬ জুলাই থেকে ২ আগস্ট

২৬ জুলাই থেকে ২ আগস্ট সময়টাকে বলা যেতে পারে আন্দোলনের পুনর্জন্মের সময়। এই সময়ে স্তিমিত আন্দোলন আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠা শুরু করে। সরকার আন্দোলন দমনের জন্য

boipai.com
www.boimate.com

ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। ৬ জন সমন্বয়ককে ডিবি অফিসে নিয়ে জোরপূর্বক আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়ায়। অন্য সমন্বয়করা এই ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যান। সরকার উপায়ন্তর না দেখে ১ আগস্ট জামাত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করে। এতেও কোনো লাভ হয়নি। আন্দোলন ক্রমেই গাঢ় হচ্ছিল এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে ৬ জন সমন্বয়ককে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা ফিরে এসে আন্দোলনকে আরও চাঙ্গা করে তোলেন।

পঞ্চম ধাপ: ৩ আগস্ট থেকে ৫ আগস্ট

৩ আগস্ট শহিদ মিনার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার পতনের এক দফা ঘোষিত হয়। পরের দিন ৪ আগস্ট সারা দেশে ছাত্র-জনতা ও আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ মুখোমুখি অবস্থান নেয় এবং ব্যাপক সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। অবস্থার ক্রমশ অবনতি দেখে ছাত্রনেতারা এক দিন এগিয়ে এনে 'লং মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ৫ আগস্ট ঘোষণা করে এবং এ দিনই শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান সফল হয়।

boipai.com
www.boimate.com

সূচিপত্র

পয়লা দিন..১৫
একটু পিছনে ফিরি ২০
তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার!.................................২৫
রাজাকার স্লোগানের জবাব ছাত্রলীগই দেবে ৩৩
হামার বেটাক মারলু কেনে? ৩৭
কুমিরের কান্না ৪৬
পানি লাগবে কারও, পানি! ৫১
তরুণ আলেমদের বিবৃতি...৫৭
রাতের রক্তাক্ত পুলিশ..৭০
রক্তরাঙা জুমাবার..৭৫
৮ দফা থেকে ৯ দফা ৯১
পলকবাজি...১০০
কারফিউর দিনগুলো...১০৬
আন্দোলন দমনে ভিন্ন কৌশল ১১৪
গ্রেফতার আতংক...১২২
রিমেম্বারিং দ্য হিরোস...১২৯
সাঁজোয়া যান থেকে ফেলে দেওয়া তরুণ!...১৩১
বিচূর্ণ মস্তক ১৩৪
‘যদি বেঁচে না ফিরি গর্বিত হইয়ো’ ১৩৬
খতিবদের অগ্নিপরীক্ষা...১৩৯
সংহতি সমাবেশের ইতিবৃত্ত ১৪৮

boipai.com
www.boimate.com

দফা ১ দাবি ১, শেখ হাসিনার পদত্যাগ ১৬৩
উত্তপ্ত ৩৫ জুলাই.. ১৬৮
লং মার্চ টু ঢাকা ১৭৭
শঙ্কাময় একটি ভোর ১৮৪
পালাইসে রে পালাইসে, শেখ হাসিনা পালাইসে! ১৮৯
গণভবন অভিমুখে.. ১৯৭
আমরা তোমাদের ভুলব না ২০৬
গণঅভ্যুত্থানের দেয়াললিখন ২১৪

boipai.com
www.boimate.com

পয়লা দিন

কোটা আন্দোলন চলছে, এটা সংবাদমাধ্যম মারফত আগেই জানতে পেরেছিলাম। যৌক্তিক মনে হওয়ায় শুরু থেকেই আমার মৌন সমর্থন ছিল এই আন্দোলনের প্রতি। সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে অবস্থান নিয়েছিলাম ছাত্রদের পক্ষে। এই আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে যখন 'কমপ্লিট শাটডাউন' শিরোনামে শহর-নগর-বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই মূলত এর সাথে আমার সরাসরি সম্পৃক্ততা তৈরি হয়!

দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। জুলাইয়ের ১৮ তারিখ। তার আগের দিন বুধবার সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ ফেসবুকে একটি পোস্টের মাধ্যমে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি লেখেন, 'শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে উপর পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, সোয়াটের ন্যক্কারজনক হামলা, খুনের প্রতিবাদ, খুনিদের বিচার, সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস নিশ্চিত ও এক দফা[১] দাবিতে আগামীকাল ১৮ জুলাই সারা দেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' ঘোষণা করছি। শুধুমাত্র হাসপাতাল ও জরুরি সেবা ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠানের দরজা খুলবে না, অ্যাম্বুলেন্স ব্যতীত সড়কে কোনো গাড়ি চলবে না। সারা দেশের প্রতিটি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের

---

১. এই এক দফা কোটা সংস্কার বিষয়ে ছিল, সরকার পতনের এক দফা নয়। দাবিটি হল, সরকারি চাকরিতে সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে শুধু সংবিধান অনুযায়ী অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম কোটা রেখে সংসদে আইন পাস করা।

boipai.com
www.boimate.com

আহ্বান জানাচ্ছি আগামী কালকের কর্মসূচি সফল করুন। আমাদের অভিভাবকদের বলছি, আমরা আপনাদেরই সন্তান। আমাদের পাশে দাঁড়ান, রক্ষা করুন। এই লড়াইটা শুধু ছাত্রদের না, দলমত নির্বিশেষে এ দেশের আপামর জনসাধারণের।’

কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির প্রথম দিন আমি বসিলা ব্রিজের গোড়াতে রাস্তায় নামি। সে দিন পুরো ঢাকা শহর ও অন্যান্য জেলা-শহরগুলো ছিল ছাত্র-জনতার দখলে। সব রাস্তা ব্লক করে দেওয়া হয়। অ্যাম্বুলেন্স, রোগীবাহী সিএনজি-রিকশার মতো জরুরি যানবাহন ছাড়া কোনো গাড়িকেই যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। এ দিনের আগে আমাদের এলাকাতে এভাবে রাস্তা বন্ধ করে আন্দোলন হয়নি।

তপ্ত রোদে চারদিক খাঁ খাঁ করলেও ছাত্ররা গরম উপেক্ষা করেই রাস্তায় অবস্থান করছিল। ব্রিজের গোড়াতে এক দল, র‍্যাব ২-এর হেডকোয়ার্টারের অদূরে এক দল এবং এই দুই দলের মাঝামাঝি দূরত্বে আরেক দল—এই তিন ধাপে ছাত্ররা সে দিন অবস্থান নিয়েছিল। ব্রিজের গোড়াতে দেখলাম, কিছু মাদরাসার ছাত্র আন্দোলনকারীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব পালন করছে।[১] বিষয়টা ভালো লাগল। আমি মধ্যখানে থাকা দলের সাথে শরিক হলাম। ছোট একটা জটলা মিছিল করতে করতে র‍্যাবের অফিসের অদূরে থাকা দলের দিকে আগাচ্ছিল। আমিও তাদের সাথে স্লোগান ধরলাম।

২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের নাস্তিক্যবাদবিরোধী আন্দোলনের পর এবারই প্রথম এভাবে মাঠে নামা। মাঝে ১০ বছর কোনো দিনই মাঠে নামিনি। নামার ইচ্ছা হয়নি। এর পিছনে হেফাজতের কিছু কর্মকাণ্ড নিয়ে কিছু ক্ষোভ, কিছু অভিমান ছিল বলা যেতে পারে। এত দিনের নিয়ম ভেঙে নেমে যেহেতু পড়েছিই, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম এই আন্দোলনে পুরোদমে শরিক থাকব।

---

১. স্থানীয় যে মাদরাসার উদ্যোগে এই ব্যবস্থাপনা ছিল, সেই মাদরাসাকে ১৯ জুলাই-পরবর্তী কারফিউ চলাকালীন এক দিন পুলিশ এসে বন্ধ করে দিয়েছিল।

boipai.com

আমি বসিলাতে থাকি। এটি ঢাকার একেবারে শেষ প্রান্ত। বসিলার শেষ সীমায় বুড়িগঙ্গা নদী। এটিই ঢাকার শেষ সীমানা। নদীর ওপার থেকে কেরানীগঞ্জ শুরু। বসিলা ব্রিজ থেকে মোহাম্মদপুর তিন রাস্তা পর্যন্ত পুরোটা ছিল ছাত্র-জনতার দখলে। যদিও এই রাস্তাটুকুতে আছে ৩টি বাহিনীর কোয়ার্টার—র‍্যাব, পুলিশ ও এসপিবিএন[১]। ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবেই আন্দোলন করছিল। যার কারণে শুরুর দিকে এদের সাথে কোনো ঝামেলা বাধেনি। তারাও আগ বেড়ে ঝামেলা পাকাতে যায়নি। কেননা, এমনিতেই দেশের নানান জায়গায় আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন হিমশিম খাচ্ছিল। তাই নতুন করে কোনো ফ্রন্ট খোলার ইচ্ছা হয়তো তাদের ছিল না। তা ছাড়া এই রোডে ঝামেলা বাধলে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা লাগত। যেহেতু এখানে তিনটি বাহিনীর কোয়ার্টার। এই মুহূর্তে তারা সেটি করতে চাচ্ছিল না। কেননা, এমনিতেও লোক সংকটের কারণে বিজিবিকে সীমান্ত থেকে তুলে এনেও সরকার সুবিধা করতে পারছিল না। এখন যদি আবার এখানে বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা লাগে, সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। একবার অবশ্য কয়েকজন পুলিশ এসেছিল। সবাইকে রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার জন্য বলেছিল। কিন্তু ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে স্লোগান দেওয়া শুরু করলে তারা পাশেই মেট্রো হাউজিংয়ের দিকে চলে যায়। পরে আর আসেনি।

খালি হাতে, আন্দোলনে আছি, এটা মনে হয় না। তাই এদিক সেদিক খুঁজে একটা লাঠি জোগাড় করে নিলাম। মুখেও আগে থেকেই মাস্ক লাগিয়ে নিয়েছিলাম, যাতে কেউ চিনতে না পারে। রাস্তার এক মাথা থেকে আরেক মাথা টহল দিচ্ছিলাম। কখনও ছোট ছোট দল স্লোগান দিতে দিতে মিছিল নিয়ে রাস্তা প্রদক্ষিণ করছিল। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম, আমি ছাড়াও আরও বেশ

---

১. এসপিবিএন বা স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন (Special Security and Protection Battalion) হল বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষ ইউনিট। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশি অতিথিদেরকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য এটি নিয়োজিত।

boipai.com
www.boimate.com

কজন হুজুর আছে। ছাত্রদের বাইরেও নানান পেশার মানুষজনও আছে স্বল্প মাত্রায়।

ছাত্ররা যে কোনো মোটরসাইকেল, অটোরিক্সা ও সিএনজি দেখলেই থামিয়ে দিচ্ছিল। যেহেতু 'বাংলা ব্লকেড' চলছে, তাই কর্মসূচিকে সফল করতে সবার প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছিল। এক মুরুব্বিও আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি 'বাংলা ব্লকেড' অমান্য করে গাড়ি নিয়ে আসা যাত্রীদের বলছিলেন, 'এই আন্দোলন ছাত্রদের একার না। এটা আপনাদের জন্যও। কেননা, এর সুফল আপনাদের সন্তানরা ভোগ করবে। আপনাদের ভাইয়েরা ভোগ করবে। তাই দয়া করে ছাত্রদের আন্দোলনের সাথে সংহতি জানান। তাদেরকে সমর্থন দিন।'

মুরুব্বিকে দেখে মনে হয়নি তেমন 'শিক্ষিত'। তবে তিনি একজন সচেতন নাগরিক ছিলেন। তার একাডেমিক বিদ্যা কম থাকলেও স্বশিক্ষা ছিল, বিবেকবোধ ছিল। সে জন্যই তিনি এমন সুন্দরভাবে চিন্তা করতে পেরেছিলেন। যেভাবে অন্য অনেক শিক্ষিত আর স্যুটেড-বুটেড পাবলিকও ভাবতে পারেনি।

এ দিন বিকেলে আমাদের মাদরাসার মুহতামিম শফিক সাহেবও আন্দোলনে যোগ দিতে এলেন। তাকে দেখে আমি কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার কথা ভেবে হয়তো তিনি আসবেন না। তা ছাড়া এই আন্দোলন তখনও সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেনি। আর আলেম-ওলামাদের যেহেতু কোটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, তাই তারা ব্যাপকভাবে এতে অংশ নেবেন না, এটাই ছিল স্বাভাবিক। তাকে দেখে আমি অবাক হবার পাশাপাশি বেশ খুশিও হলাম।

তিনি দিলখোলা মানুষ হিসেবে এমনিতেই পরিচিত। সে দিনও তার স্বাক্ষর রাখলেন। আমাকেসহ মিষ্টির দোকানে গিয়ে ৫/৬ কেজি মিষ্টি কিনলেন। তারপর দুজন মিলে সেগুলো আন্দোলনরত ছাত্রদের মাঝে আমরা বণ্টন করলাম।

boipai.com
www.boimate.com

একজন নেতা গোছের লোক জানতে চাইল, 'কীসের মিষ্টি?'

বললাম, 'কোনো উপলক্ষ নেই। এমনিতেও খাওয়ানো হচ্ছে। মিষ্টি শরীরে বাড়তি এনার্জি নিয়ে দেয়, তাই। সবাই আন্দোলন করে ক্লান্ত নিশ্চয়ই।'

তিনি হেসে দিয়ে বললেন, 'আমরা একেবারে বিজয় অর্জন করেই মিষ্টি খাব, ইন শা আল্লাহ।' আমি জবাবে বললাম, 'ধরে নেন এটা শুভ সূচনা। আমরা শুরুরটা খাওয়াচ্ছি, আপনারা শেষটা খাওয়াবেন।'

লোকটা ছাত্র ছিল না। তাকে ঘিরে আরও কিছু মানুষজন ছিল। ছোটখাটো একটা জটলা বলা যেতে পারে। অনুমিত হচ্ছিল, তারা বিএনপির নেতাকর্মী। ছাত্রদের সাথে তারাও ব্যানারবিহীন মাঠে নেমেছিল। যদিও তখনও ছাত্রদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার পতনের ১ দফা ঘোষিত হয়নি। তবুও বোঝা যাচ্ছিল, তারা চাচ্ছে, যেভাবে হোক এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে এবং সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে।

বিকেলের আগে রাস্তায় হুজুরদের সংখ্যাটা অল্পই ছিল। আসরের পর দেখতে দেখতে মাদরাসার ছাত্র আর আলেমদের বিশাল একটা শ্রেণি রাস্তায় চলে এল। যেহেতু মাদরাসাগুলো ছুটি হয় এই সময়ে। রাস্তা তখন লোকে লোকারণ্য। মন চাইলেও আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারছিলাম না। কারণ, ছাত্র-আন্দোলনের পক্ষে তরুণ আলেম অ্যাক্টিভিস্টদের কিছু বিবৃতি সংগ্রহ করেছিলাম। সেগুলো গোছাতে হবে এবং বিভিন্ন মিডিয়াতে পাঠাতে হবে। আলেম-সমাজ সকল ন্যায্য ও ন্যায়সংগত দাবির পক্ষে আছে, সেটা প্রকাশ করাই হল লক্ষ্য। আমি সে দিনের মতো ধীরপায়ে বাসার দিকে রওনা দিলাম। পিছনে তখনও মানুষের হৈ-হুল্লোড় আর স্লোগানের আওয়াজ ভেসে আসছিল।

boipai.com
www.boimate.com

একটু পিছনে ফিরি

সরকারি চাকরির নিয়োগে কোটার বিন্যাস এমন ছিল— মুক্তিযোদ্ধা ৩০ শতাংশ (ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনি), নারী ১০ শতাংশ, জেলা কোটা ১০ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ৫ শতাংশ। এই ৫৫ শতাংশ কোটায় পূরণযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে ১ শতাংশ পদে প্রতিবন্ধী নিয়োগের বিধান রয়েছে। এর বাইরে বাকি ৪৫ শতাংশ বরাদ্দ করা হয় মেধার ভিত্তিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য।

২০১৮ সালে শিক্ষার্থীরা কোটার সংস্কার চেয়ে আন্দোলনে নামে। সেই সময় এটি নিয়ে প্রচুর মিছিল-মিটিং হয়। কোটা পদ্ধতি পুরোপুরি বাতিল করা শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল না। কিন্তু শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বিরক্ত হয়ে সরকারি চাকরিতে কোটা পুরোপুরি বাতিল করে দেন। ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর এই বিষয়ে পরিপত্র জারি করে সরকার।

ওই পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০২১ সালে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন কয়েকজন। আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্ট মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়। এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই আবার শুরু হয় কোটা আন্দোলন। শিক্ষার্থীরা দাবি জানায়, সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিল করে ২০১৮ সালে জারি করা পরিপত্র পুনর্বহাল করতে হবে।

boipai.com

জুলাইর শুরুতে সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহার আহ্বান জানানো হয়। এই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি অব্যাহত রাখে এবং দাবি আদায় না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে তাদের প্রতিবাদকে বিস্তৃত করার দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ শুরুতেই তাদের দাবি মেনে নেওয়া হলে এই আন্দোলন এতটা প্রসারিত হত না। ছাত্রদের এই কর্মপদ্ধতি থেকে অনুমিত হয় যে, সরকারকে বেকায়দায় ফেলা তাদের মোটেও উদ্দেশ্য ছিল না।

১ জুলাই ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এরিয়াতে বিক্ষোভ করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে মিছিল নিয়ে নীলক্ষেত, সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও বাটা সিগন্যাল মোড় ঘুরে শাহবাগে গিয়ে থামে। সে দিন শাহবাগে কোনো অবস্থান কর্মসূচি ছিল না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও কোটাবিরোধী একটি মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসের মূল ফটক থেকে রায়সাহেব বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার ক্যাম্পাসের রফিক ভবনের নিচে ফিরে আসে। পরবর্তীতে তারা ৪ দফা দাবি উল্লেখ করে সে দিনের মতো তাদের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দাবিগুলো হল:

১। ২০১৮ সালে ঘোষিত সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল ও মেধাভিত্তিক নিয়োগের পরিপত্র বহাল রাখতে হবে।

২। ১৮-এর পরিপত্র বহালসাপেক্ষে কমিশন গঠন করে দ্রুত সময়ের মধ্যে সরকারি চাকরিতে (সকল গ্রেডে) অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাদ দিতে হবে এবং কোটাকে ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। সে ক্ষেত্রে সংবিধান অনুযায়ী কেবল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩। সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা সুবিধা একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে না এবং কোটায় যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে শূন্য পদগুলোতে মেধা অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে।

boipai.com
www.boimate.com

৪। দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও মেধাভিত্তিক আমলাতন্ত্র নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

তারপরের দিন ২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে মিছিল করে শাহবাগে গিয়ে থামে এবং সেখানে তারা এক ঘণ্টা অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। এতেও কাজ না হলে পরের দিন ৩ জুলাই এক ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ঢাকার শাহবাগ মোড় দেড় ঘণ্টার মতো অবরোধ করে রাখে। দাবি পূরণ না হওয়ায় তার পরের দিন ৪ জুলাই তারা দেশের বিভিন্ন মহাসড়ক অবরোধ করে এবং একই সাথে ঢাকায় শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাখে ৫ ঘণ্টা। এ দিন ছাত্র সমাবেশ থেকে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ৫ জুলাই শুক্রবার অর্থাৎ ছুটির দিন হলেও এ দিনও তারা বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করে।

এখানে জুলাই মাসের প্রথম ৫ দিনের আন্দোলনের গতিধারা তুলে ধরা হল। এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দাবি আদায় না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তারা আস্তে আস্তে কঠোরতার দিকে এগিয়েছে। শুরুতে শাহবাগে ১ ঘণ্টা অবস্থান, তারপর দেড় ঘণ্টা, তারপর ৫ ঘণ্টা এভাবে ক্রমান্বয়ে কর্মসূচির সময় ও পরিধি বেড়েছে। এটি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র। এটি ছাড়াও দেশের অন্যান্য আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটাবিরোধী আন্দোলন হয়েছিল।

৫ দিন পার হওয়ার পরেও যখন ছাত্ররা তাদের দাবি আদায় হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখল না, তখন তারা ৬ জুলাই থেকে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি ঘোষণা করে। আন্দোলন আস্তে আস্তে ব্যাপকতর হতে শুরু করে। শুরুতে ছেলেরা থাকলেও ধীরে ধীরে নারীরাও এই আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকে। ৭ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাক একটা সংবাদে উল্লেখ করে, 'সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, অন্যান্য দিনের চেয়ে আজকের (৭ জুলাই রবিবার) কর্মসূচিতে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল কয়েক গুণ বেশি। রোকেয়া হল, বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

boipai.com
www.boimate.com

হল, শামসুন্নাহার হল, সুফিয়া কামালসহ ঢাবির মোট পাঁচ হলের মেয়ে শিক্ষার্থীরা প্ল্যাকার্ডে কোটা সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন উক্তি লিখে হলের ব্যানারে আন্দোলনে উপস্থিত হয়।'[১]

আন্দোলন ব্যাপক হচ্ছে দেখে সরকারি নীতিনির্ধারকরা কিছুটা নড়েচড়ে বসেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং তৎকালীন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে সরকার।' তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল প্রশ্ন রাখেন, 'কোটাবিরোধী আন্দোলনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে কি না?' তিনি আরও বলেন, 'আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। আদালতে এটা বিচারাধীন। সর্বোচ্চ আদালত থেকে রায় না আসা পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করাটা আদালত অবমাননার শামিল হবে।' তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'এটা আদালতের বিচারাধীন বিষয়। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে শিক্ষার্থীরা সময় নষ্ট করছে। এ আন্দোলনের কোনো যৌক্তিকতা নেই।'

এই তিন জনের বক্তব্য একই দিনে অর্থাৎ ৭ জুলাই আসে। বোঝাই যাচ্ছিল, সরকার নিজের উপর থেকে দায় সরাতে বিষয়টাকে আদালতের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। 'এটি আদালতের ফয়সালার বিষয়, সরকারের এখানে কিছু করার নেই' বলে ছাত্রদের দাবিকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করছে।

সরকারের এই চাল বুঝতে ছাত্রদের মোটেও বেগ পেতে হয়নি। তারাও কোনো অংশে কম ছিল না। সমন্বয়ক কমিটির সদস্য নাহিদ ইসলাম চার দফা দাবির পরিবর্তে এক দফা দাবির কথা বলেন। দাবিটি হল, সরকারি চাকরিতে সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে শুধু সংবিধান অনুযায়ী অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম কোটা রেখে সংসদে আইন পাস করা।

---

১. দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুলাই, সংবাদ শিরোনাম: বাংলা ব্লকেডে শোডাউন করছে নারীরা

boipai.com
www.boimate.com

নাহিদ আরও বলেন, 'আমরা আমাদের এক দফা দাবি দিয়ে দিয়েছি, যেখানে আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই। এটা করার দায়িত্ব কেবল নির্বাহী বিভাগ ও সরকারের। ফলে বল এখন সরকারের কোর্টে। এখন আর আদালত দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। সরকারই ঠিক করতে পারে, এই আন্দোলনের গতিপথ কী হবে।'

ছাত্রদের এই বিচক্ষণতার কাছে সরকারকে ধরাশায়ী হতে হয়। কেননা, সরকার যেভাবে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আদালতের ঘাড়ে সব কিছু চাপিয়ে দিতে চাচ্ছিল, ১ দফার কারণে সেটা ভেস্তে যায়। যদিও সরকার আদালতের রায়ের অপেক্ষায় থাকে, কিন্তু এই এক দফার কারণে নৈতিকভাবে ছাত্ররা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার একটা ভিত্তি পায়। এই বিষয়ের বলেই তারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

৯ জুলাই ছাত্রদের পক্ষ থেকে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা 'বাংলা ব্লকেড' নামে অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। পুলিশের বাধার মুখেই দেশের বিভিন্ন স্থানে অবরোধ পালন করে আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধের মাধ্যমে প্রতি দিনই আন্দোলন চলছিল। পুলিশ দিয়ে জোড় করেও তেমন সুফল পাওয়া যাচ্ছিল না। এই অবস্থা দেখে ১১ জুলাই সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, 'শিক্ষার্থীরা 'লিমিট ক্রস' করে যাচ্ছেন।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের এই কথাতে প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত ছিল, সরকার ছাত্রদের দাবি মেনে না নিয়ে আস্তে আস্তে কঠোরতার দিকে হাঁটবে। বাস্তবে হয়েছিলও তা-ই। ফলে ১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলনের রূপ-রং ১৫ জুলাই এসে সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। তবে এর আগে ভূমিকা হিসেবে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে তৈরি হয় অভূতপূর্ব কিছু পরিস্থিতির। এটি সরকার মহল তো বটেই, এ দেশের অনেক বুদ্ধিজীবীরও চোখ কপালে তুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল!

boipai.com
www.boimate.com

তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার!

১৪ জুলাই রবিবার। সারা দিন উত্তাপ ছড়িয়ে সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে চারদিকে। প্রতি দিনের মতোই ছাত্ররা আন্দোলন শেষ করে হলে ফিরেছে। শাহবাগসহ অবরোধে থাকা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোতে যান চলাচল শুরু হয়েছে। ব্যস্ত ঢাকা ডুবে গিয়েছে ব্যস্ততায়। যদিও বেশ যানজট তৈরি হয়েছে, তবুও থেমে নেই মানুষ ও পরিবহনের চলাচল।

রাত ১০টার দিকে হঠাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের বিভিন্ন হল থেকে অভূতপূর্ব একটি স্লোগান সমস্বরে উচ্চারিত হতে থাকে! যেটা এ দেশের মুক্তিযুদ্ধজীবী ও চেতনাবাজ লোকদের অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তোলে। এমনকি সাধারণ জনগণেরও চোখ কপালে উঠে যায় প্রথমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় এই ধরনের স্লোগান প্রকাশ্যে বিভিন্ন হল থেকে সমস্বরে ভেসে আসবে, এটা তো চিন্তাই করা যায় না।

কিন্তু বাস্তবতা এটাই ছিল যে, থালাবাটি বাজিয়ে গলা ফাটিয়ে ছাত্ররা তালে তালে বলছিল—

তুমি কে আমি কে?
রাজাকার রাজাকার!
কে বলেছে কে বলেছে?
স্বৈরাচার স্বৈরাচার![১]

---

১. দুঃখজনকভাবে গণঅভ্যুত্থানের দুই মাস পেরোতেই স্লোগানের ইতিহাসকে বিকৃত করার একটা প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। ১৪ সেপ্টেম্বর ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক রাফি, আসিফ মাহমুদ, নুসরাত তাবাসসুম প্রমুখ একই সাথে এই স্লোগান পোস্ট করে:

boipai.com

এই স্লোগানের কিছু ক্লিপ্স স্যোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে অন্যান্য আরও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অবাক করা এই স্লোগান সংক্রমিত হয়। তারাও রাস্তায় নেমে আসে। পুরান ঢাকার তাঁতিবাজার মোড় অবরোধ করে রাস্তায় নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হল থেকেও কয়েকশ শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে বের হয়ে আসে। এ ছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষার্থীরাও মধ্যরাতে বিক্ষোভ করেন।

রাত সাড়ে ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের বিভিন্ন হল থেকে বের হয়ে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদী মিছিল নিয়ে রাজু ভাস্কর্যের দিকে আসতে শুরু করে। মেয়েরাও এতে অংশ নেয়। রাত ১০টার পর মেয়েদের হল থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ হলেও তাদের দাবির মুখে হল প্রশাসন গেটে তালা খুলে দিতে বাধ্য হয়। মধ্য রাতের বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়া প্রকম্পিত হতে থাকে স্লোগানে স্লোগানে—

তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার!
কে বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার!
চাইতে গেলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার।
মেধা না কোটা? মেধা মেধা!

'কে রাজাকার? কে রাজাকার?
তুই রাজাকার, তুই রাজাকার!'
বিষয়টা নিয়ে বেশ বিতর্ক ওঠে চারদিকে। কেননা, সে দিন সবার মুখে মুখে 'তুই রাজাকার' স্লোগান ছিল না, বরং 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার রাজাকার!' এই স্লোগান ছিল। চিপায়চাপায় দুই-একজন 'তুই রাজাকার' স্লোগান দিলেও এটি ফোকাসড হয়নি; বরং ক্ষীণ হয়েই থেকে যায়। পত্র-পত্রিকায়, দেয়াললিখনে, লীগের নেতাদের কথাবার্তায় সবখানে এই স্লোগান নিয়েই আলোচনা ছিল। এই স্লোগান নিয়েই বহুজনের ক্ষোভ ছিল। সেগুলো তারা প্রকাশও করেছিলেন। ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে আমি ঢাকা শহরের কোনো দেয়ালেই 'তুই রাজাকার, তুই রাজাকার' স্লোগানটি দেখিনি। কিন্তু বহু জায়গায় 'আমি কে তুমি কে, রাজাকার রাজাকার' স্লোগানটি দেখেছি। এমনকি, অভ্যুত্থান ও বিজয়-পরবর্তী দেয়াললিখনেও ওই স্লোগানটির অস্তিত্ব চোখে পড়েনি। মূলত 'তুই রাজাকার' স্লোগানটি পতিত স্বৈরাচার ও তাদের দোসরদের ২০১৩ সালের স্লোগান। শাহবাগ আন্দোলনে এই স্লোগান দেওয়া হত। ফলত এতে শাহবাগ আন্দোলনের স্পিরিট মিশে আছে, যা সম্পূর্ণরূপে গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিটবিরোধী। কেননা, শেখ হাসিনার স্বৈরাচারের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল ১৩ সালের শাহবাগ। সেই সময় শাহবাগীদের প্রশ্রয় না পেলে শেখ হাসিনার পক্ষে এত কাল জোর-জুলুম করে টিকে থাকা অসম্ভব ছিল।

boipai.com
www.boimate.com

এই স্লোগান স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে দুঃস্বপ্ন ও বিষাদের মতো লাগবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাও আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এলাকায়, যেটি কিনা ছিল সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আঁতুড়ঘর। ফলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিক্ষোভ-কারীদের উপর রাতেই হামলা চালায় ছাত্রলীগ। আওয়ামীলীগের বিভিন্ন মন্ত্রী-এমপি তাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

তৎকালীন সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি বলেন, 'যারা নিজেদেরকে রাজাকার বলে পরিচয় দেয়, তাদের মুক্তিযুদ্ধের শহিদের রক্তস্নাত লাল সবুজের পতাকা হাতে নিয়ে বা সে পতাকা কপালে বেঁধে নিয়ে মিছিল করবার কোনো অধিকার থাকতে পারে না।'

তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেন, 'যাদের মুখ থেকে বের হয়, আমি রাজাকার—তারা প্রমাণ করছে, তারা এ যুগের সাচ্চা রাজাকার! এরা আদালত মানে না, সরকারও মানে না, সুতরাং এই রাষ্ট্রদ্রোহীদের পক্ষে এই রাষ্ট্রকে মানা সম্ভব না! সঠিক স্লোগানই ধরেছে তারা! বের হয়ে আসুক এ যুগের রাজাকারদের আসল চেহারা!'

বিষয়টি নিয়ে সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ফেসবুকে লেখেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনও রাজাকারদের দখলে থাকতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে, ত্যাগের বিনিময়ে এই বাংলাদেশ। দাবি আদায়ে রাজাকার স্লোগানে তাদেরকে (মুক্তিযোদ্ধাদের) অপমান যারা করছে, তারা নিজেদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছেন।'

এ ছাড়া তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এক পোস্টে লেখেন, 'যারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং মেধার পক্ষে কথা বলেছে, তাদের প্রতি আমার সহানুভুতি ছিল এবং আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার একটি বক্তব্যকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে

boipai.com
www.boimate.com

নিজেরে রাজাকার বলে স্লোগান দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র মাটিকে অপবিত্র করেছে, তাদের প্রতি জানাই ধিক্কার। নিজেদের রাজাকার বলে পরিচয় দিতে এ সব ছেলে-মেয়েদের লজ্জা হল না? এই রাজাকাররা যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ গণহত্যা চালিয়েছিল, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের রাজাকারদের সহায়তায় হত্যা করা হয়েছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা নিজেদের রাজাকার বলে স্লোগান দেয়। লজ্জা লাগে না? নিজেদের রাজাকার পরিচয় দিয়ে আর যাই হোক মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে কোনো দাবি আদায় হবে না।'

আরাফাতের এই বক্তব্য বুঝতে হলে স্লোগানটির পিছনের ঘটনা জানতে হবে। ঘটনা হল, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ জুলাই চীন সফরে যান। ফিরে আসার পর ১৪ জুলাই রবিবার বিকেলে গণভবনে চীন সফর নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কোটা আন্দোলন বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেনো? কোটা তাদের নাতিপুতিরা পাবে না, তা হলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে?'

শেখ হাসিনা এখানে স্পষ্টতই আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের রাজাকারের নাতি-পুতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এটাই শিক্ষার্থীদের ক্ষোভকে উস্কে দেয় এবং তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পক্ষপাতদুষ্ট মিডিয়াগুলো এবং চেতনাবাজ বুদ্ধিজীবী-কলামিস্টরা ছাত্রদের এই যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত ক্ষোভকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে অর্ধসত্য খবর প্রচার করে। তারা শিক্ষার্থীদের স্লোগানের শুধু প্রথম অংশ উল্লেখ করে—'তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার!'। এই স্লোগানটা ছিল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি। স্লোগানের পরের অংশই বিষয়টাকে স্পষ্ট করে দেয়—'কে বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার!' অর্থাৎ আমরা রাজাকার এমন নয়, বরং স্বৈরাচার শেখ হাসিনা আমাদেরকে

boipai.com
www.boimate.com

রাজাকার বলেছে। এটা ছিল তাদের একটা পাল্টা প্রতিবাদ। কিন্তু এই স্লোগানের ব্যঙ্গাত্মক সুর চেতনাজীবীরা হয়তো ধরতে পারেনি কিংবা ধরতে পারলেও অসততার পরিচয় দিয়ে একে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে।

এই ঘটনার পরের দিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে:

''তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার।'

আমরা জানি রাজাকার শব্দটি বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘৃণিত শব্দ। তা হলে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে রাজাকার বলছে কেন?

উত্তর : 'কেউ একজন' আন্দোলনরত শিক্ষার্থী সমাজকে রাজাকার বলেছেন সেই প্রতিবাদে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট বুকে নিয়ে বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত, অধিকারবঞ্চিত শিক্ষার্থী সমাজের নিজেদেরকে এই 'রাজাকার' বলাটা যে একটা শক্তিশালী আয়রনি, অনেক বড় একটা প্রতিবাদ এই সামান্য বিষয়টি আমাদের আশপাশের অনেক বলদ বুঝবে না। এই সামান্য জিনিস বোঝার জন্য মাথায় কিছু জ্ঞানও তো থাকতে হয়!'

রাজাকার শব্দটির এভাবে 'জয়বাংলা' হওয়া ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বেশ খুশি করেছে। কারণ, এই একটি শব্দ দিয়ে এ দেশের বামপন্থী ও লীগাররা অনেক খেলা খেলেছে। ইসলামপন্থাকে দমন করার জন্য তারা যে সব টুল ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে এই শব্দটি অন্যতম। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যারা 'রাজাকার' পরিচয়ে গণমানুষের উপর অন্যায়-অবিচার করেছে, তাদের এই কাজ নিশ্চয়ই নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য ছিল। এই রাজাকারের দলে দাড়ি-টুপিওয়ালা মানুষ যেমন ছিল, দাড়ি-টুপি ছাড়া মানুষজনও ছিল ব্যাপক পরিমাণে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে রাজাকার আর দাড়ি-টুপিকে সমার্থক বানিয়ে ফেলার মিশনে নেমেছিল এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী অসৎ মানুষ। তারা ইতিহাসকে বিকৃত করে নতুন ন্যারেটিভ তৈরির জন্য

boipai.com